



297773 - উদ্বেগে ও অনিদ্রার চিকিৎসা হিসেবে প্রশান্তিদায়ক ও ঘুমের ঔষধ ব্যবহারে হুকুম

প্রশ্ন

ইসলামে ব্যক্তি নিজের নিজের চিকিৎসা করা সংক্রান্ত কিছু বধি-বিধান আমি জানতে চাই। আমি বিয়রে পর একটি কঠিন সময় অতবাহতি করছি। আমার স্বামী আমাকে অবহেলা করে। আমি ঠিক জানি না যে, এটা কি ইচ্ছা করে করে; নাকি অনিচ্ছাকৃত। সারাদিন সেরে তার কম্পিউটার ও মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে। গইম খেলে, বন্ধুদের সাথে অনবরত কথা বলে যায়। আমি তার সাথে একটি কথা বলারও অধিকার রাখি না। যাতা করে তাকে তার মোবাইল থেকে বন্ধিন হতে না হয়। সারাদিনে সেরে সর্বোচ্চ দুই ঘণ্টা অবচ্ছিনভাবে আমার সাথে সময় কাটায়। বগিত দুই বছরে এই ইস্যু নিয়ে আমরা অনেকে ঝগড়াঝাটতি জড়িয়েছি। কনিতু শেষে আমি ধৈর্য ধরার এবং চুপ করে থাকার সদিধানত নিয়েছি। কনিতু আমি বিষণতা, প্রত্যাখ্যান, দুঃখ ও একাকীত্ব অনুভব করছি। আমি ঘুমতে পারছি না। তাই আমি Muscle relaxant (পশী শ্লথন) খাচ্ছি; যে প্রকারটি ডাক্তারের প্রসেক্রপিশন ছাড়া পাওয়া যায়। কনিতু আমি এখন অনুভব করছি যে, আমি এর উপর নরিভরশীল হয়ে পড়েছি। আমার মাঝে অনেকে হতাশা, উদ্বেগিনতা রয়েছে। কনিতু এই Muscle relaxant (পশী শ্লথন) খাওয়ার সাথে সাথে আমি ঘুমিয়ে পড়ি এবং শান্ত হয়ে জেগে উঠি। কোন ডাক্তার আমাকে এই ঔষধ লখি দেননি। আমার ভালভাবে ঘুমতে না পারার ইতহিস রয়েছে। আমি এই ঔষধগুলো মাঝে মাঝে ব্যবহার করি। এই ঔষধটি এক ডোজ খাওয়ার ৩০ থেকে ৪০ মনিটরে মধ্যে এর ইফেক্ট শুরু হয় এবং চার থেকে ছয় ঘণ্টা এর প্রভাব থাকে। কনিতু এর পরেও এই ঔষধ আমাকে মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে প্রশান্ত রাখে। আমি জানি যে, ইসলামে মাদকদ্রব্য সেরে হারাম। আমার নিজের সদিধানতে এই ট্যাবলেটগুলো গ্রহণ করার কারণেও কি আমার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

স্বামীর উপর স্ত্রীর কিছু প্রাপ্য অধিকার রয়েছে। যমেন- ভাল আচরণ করা, ভরণপোষণ ও বাসস্থান দয়া, সততিব টকিয়ে রাখানো, আবগে-অনুভূতির চাহদি পূরণ। এ অধিকারগুলোর পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দললি রয়েছে।

অনুরূপভাবে স্ত্রীর উপরও স্বামীর কিছু প্রাপ্য অধিকার রয়েছে। যমেন- ভাল আচরণ, যথাযথ ক্ষত্রে আনুগত্য করা, উপভোগ করার সুযোগ দয়া, স্বামীর সেরা করা, স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাসার বাইরে না যাওয়া। ইতপূর্বে 10680 নং



প্রশ্নোত্তরে এই অধিকারগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।

আপনার স্বামী আপনার প্রতি অমনোযোগী মরমে যে বিষয়টি উল্লেখ করছেন সটোর সমাধান হলো পারস্পারিক বুঝাপড়া এবং উভয়ের জন্য উপযুক্ত কিছু কাজ খুঁজে বের করা। যমেন- ইলমে দ্বীন হাছলি করা, কুরআনে কারীম মুখস্ত করা, অবসর সময়ে ঘুরতে বের হওয়া এবং মোবাইল এর ব্যবহার কমানো ইত্যাদি।

দুই:

ঘুমের ঔষধ ও প্রশান্তিদায়ক ঔষধ নরিভরযোগ্য ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা নাজায়যে। কনেনা এ ঔষধগুলোর মধ্যে কোন কোনটিকে মাদকদ্রব্য রয়েছে। কোন কোনটির সবেন এক পর্যায়ে নশোগ্রস্ততায় পর্যবসতি হয়। আর কোন কোনটির উপকারের চয়ে ক্ষতি বশে।

তাই এ ধরণের ঔষধ গ্রহণে নিজের থেকে সদিধান্ত নয়ো উপরোক্ত কারণে নষিদিধ।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ)-কে জিজ্ঞেসে করা হয়: ঘুমের ঔষধ কথিবা যটোকে প্রশান্তিদায়ক ঔষধ বলা হয় সটোর হুকুম কি? এটি কি মাদকদ্রব্যের অধীনে পড়বে; নাকি পড়বে না? যদি জরুরী হয়ে পড়ে কথিবা ডাক্তার পরামর্শ দিয়ে সক্ষেত্রে কি এটি গ্রহণ করা জায়যে হব?

তনি জবাব দনে: এই ঔষধগুলো সবেন করা নাজায়যে। তবে যদি প্রয়োজন দেখা দিয়ে তাহলে একজন বজিএঃ সমবাদার ডাক্তারের অনুমতপিরাপ্তির শর্তে জায়যে আছে। কনেনা এই ঔষধগুলো বপিদজনক। মস্তুসিকরে উপর এগুলোর বরিপু প্রভাব রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এই ঔষধগুলো ব্যবহার করে ঐ সময় সে শান্ত ও কামল হয়ে যায়। তবে পরবর্তীতে এর চয়ে গুরুতর অনষ্টি ঘটবে। যা জানা গুরুত্বপূর্ণ সটো হলো প্রয়োজন হলে এই ঔষধগুলো ব্যবহার করা জায়যে আছে। তবে শর্ত হলো ডাক্তারের সদিধান্ত ও পরামর্শ মাফকি হতে হবো।[ফাতাওয়া নুবুন আলাদ দারব (ক্যাসটে নং ৮২/প্রথম পঠি)]

তনি:

যে ঔষধগুলোতে কঐচ্ছতি মাদকদ্রব্য রয়েছে এসব ঔষধের মূল বধিন হলো হারাম ও নষিদিধ হওয়া। কনিতু যদি চিকিৎসা ক্ষত্রে এমন কোন ঔষধ ব্যবহার করা সুরিদিষ্টি হয়ে পড়ে এবং এর স্থলাভিষ্কিত অন্য কোন বধে ঔষধ না থাকে সক্ষেত্রে নমিনোক্ত শর্ত সাপক্ষে এসব ঔষধ ব্যবহার করা জায়যে:

১। রোগীর জন্য এই ঔষধটি ব্যবহার করার চাহদি জরুরী অবস্থা কথিবা তীব্র প্রয়োজনের পর্যায়ে পঠেছ।

২। একজন নরিভরযোগ্য মুসলমি ডাক্তার সাক্ষ্য দয়ো যে, মাদকদ্রব্য সম্বলতি এই ঔষধটিতে রোগীর জন্য উপকার রয়েছে।



৩। এই ঔষধটির ততটুকু পরিমাণ ব্যবহারেরে মধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকা যতটুকু ব্যবহারেরে মাধ্যমে জরুরী প্রয়োজন মটি যাবে।

৪। এই ঔষধটি ব্যবহারেরে ফলে রোগীর আরও অধিক কষ্টতিনা হওয়া কথিবা য়ে কষ্টতির কারণে ব্যবহার করা হয়েছে এর সম পর্যায়েরে কষ্টতিনা ঘট।

আপনার জন্য পরামর্শ হচ্ছে- আপনি য়ে ঔষধটি ব্যবহার করছেন এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরে পরামর্শ ননি এবং সাধারণভাবে ঔষধেরে ব্যবহার কময়ি়ে দনি এবং আপনার বসিণ্ণতা ও উদ্বিগ্নতার চকিৎসা শরয়ী উপায়ে করুন; য়মেন- কুরআন তলোওয়াত করা, আল্লাহর যকিরি করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে প্রতি দরুদ পাঠ করা। এগুলোর মাধ্যমে আপনার অন্তর প্রশান্ত থাকবে এবং দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদরে অন্তর প্রশান্ত হয়; জনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।”[সূরা রাদ, ১৩:২৮]

এবং উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে য়ে, যখন রাতেরে দুই-তৃতীয়াংশ পার হয়ে য়ে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়াতনে এবং বলতনে: “হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। কম্পনকারী (প্রথম ফুৎকার) চলে এসছে এবং তাকে অনুসরণ করবে তার অনুবর্তী (দ্বিতীয় ফুৎকার)। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নয়ি়ে হাজরি। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নয়ি়ে হাজরি।” উবাই বলেন: আমি বললাম: “হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশি বেশি দরুদ পড়ি। অতএব, আমি আপনার প্রতি দরুদ পড়ার জন্য (দোয়ার) কতটা সময় নরিদষ্টি করব?” তিনি বললনে: “তুমি যতটুকু ইচ্ছা কর।” আমি বললাম: “এক-চতুর্থাংশ?” তিনি বললনে: “যতটা চাও। যদি তুমি বেশি কর তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে।” আমি বললাম: “অর্ধেক (সময়)?” তিনি বললনে: “তুমি যা চাও; যদি বেশি কর, তাহলে তা তোমার জন্য ভাল।” আমি বললাম: “দুই-তৃতীয়াংশ?” তিনি বললনে: “তুমি যা চাও (তাই কর)। যদি বেশি কর তবে তা তোমার জন্য উত্তম।” আমি বললাম: “আমি আমার (দোয়ার) সম্পূর্ণ সময় দরুদরে জন্য নরিদষ্টি করব!” তিনি বললনে, “তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর করা হবে এবং তোমার পাপ মোচন করা হবে।”[সুনানে তরিমযি (২৪৫৭); আলাবানী হাদিসটিকে ‘সহহিত তরিমযি’ গ্রন্থে ‘হাসান’ বলছেন]

তুহফাতুল আহওয়াযি গ্রন্থে বলা হয়েছে: “আমি আপনার প্রতি দরুদ পড়ার জন্য (দোয়ার) কতটা সময় নরিদষ্টি করব?” অর্থাৎ ‘আমি আমার নিজেরে জন্য দোয়ার বদলে’ মলেলা আলী ক্বারী এভাবে বলছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে প্রতি দরুদ পড়া অন্তর প্রশান্ত হওয়া, মন ভালো হওয়া, দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার মহান উপায়।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যনে আপনার স্বামীকে সংশোধন করে দনে এবং আপনার দুশ্চিন্তা ও বসিণ্ণতা দূর করে দনে।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।